বাংলাদেশ ২০১৭ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্ট

সারসংক্ষেপ

সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে মনোনীত করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি সমুন্নত রাখা হয়েছে। এতে ধর্মীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সকল ধর্মকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন প্রতিরোধের প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার সারা দেশে ইমামদেরকে তাদের খুতবায় কিছু বিষয় তুলে ধরার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং বলেছে কোন মসজিদে "উস্কানিমূলক" বক্তব্য দেয়া হয় কিনা সে বিষয়ে নজর রাখা হবে। ২০১৫ সালে ধর্মীয় উগ্রবাদের সমালোচক যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী এক ব্লগারের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে আল-কায়েদা দ্বারা উদ্বুদ্ধ দলের দুজন সদস্যকে নভেম্বরে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুসারে, সন্দেহভাজনদের একজন আরো চারজন ধর্মনিরপেক্ষ কর্মীকে হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, গ্রামের মোড়লরা স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সাথে একজোট হয়ে নারী ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে "অনৈতিক" কাজের জন্য শাস্তি দিতে বিচার বর্হিভূত ফতোয়াকে ব্যবহার করেছে। হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের মত ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যারা অনেকসময় জাতিগত সংখ্যালঘুও হয়ে থাকে, জানায় যে জমি নিয়ে বিরোধের কারণে তাদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা ও জমি দখল করে নেয়াকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় সংগঠন এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তকে অমুসলিম লেখকদের লেখা সরিয়ে যা ধর্মীয় বিষয়বস্তু নয় তাতে ইসলামি বিষয়বস্তু যোগ করেছে। সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে এ কথা বিবেচনা করে ধর্মীয় স্থান, উৎসব এবং অনুষ্ঠানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীদের নিয়োগ করা অব্যাহত রেখেছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ করে বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের ওপর, এ বছর হামলা হয়েছে। জুনে দেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে শত শত বাঙালি মুসলমান গ্রামবাসী চাকমা সম্প্রদায়ের ৩০০ ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যাদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। হামলার সময় ৭০ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধা মারা যান। স্থানীয় একজন মুসলমানের হত্যাকান্ডের পর এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। নভেম্বরে একদল লোক ইসলামকে অবমাননাকারী একটি ফেসবুক পোস্ট দেখে উত্তেজিত হয়ে রংপুর জেলার উত্তরাঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০টি ঘরবাড়ি ভাংচুর করে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ও প্রকাশ্য বিবৃতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্যান্য প্রতিনিধি ধর্মের নামে সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গ্রুপগুলোর অধিকার সমুন্নত রাখা এবং সহিষ্ণুতার পরিবেশের উন্নতির

জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং ধর্ম ও সহিংস চরমপন্থার মধ্যে সংযোগ খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। দূতাবাস বার্মা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে যাদের প্রায় সবাই মুসলমান। দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় শিক্ষার ওপর একটি বিনিময় কর্মসূচির আয়োজন করে যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বহু সাংস্কৃতিক সমাজে ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভূমিকা খতিয়ে দেখা।

অধ্যায় ১: ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হিসাব মতে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৭৮ লক্ষ (জুলাই ২০১৭'র হিসাব)। ২০১৩ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, মোট জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ সুন্নি মুসলমান এবং হিন্দু ১০ শতাংশ। জনসংখ্যার বাকি অংশ মূলত খ্রিস্টান (বেশিরভাগ রোমান ক্যাথলিক) এবং হীনযান-থেরবাদী বৌদ্ধ। অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, আহমদিয়া মুসলিম, অজ্ঞেয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী রয়েছেন। এসব সম্প্রদায়ের অনেকে তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুসারীর সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে বলে অনুমান করে থাকেন। জাতিগত সংখ্যালঘুর অনেকে সংখ্যালঘুদের ধর্ম চর্চা করেন এবং প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এদের সংখ্যা বেশি। যেমন, ময়মনসিংহের গারোরা মূলত খ্রিস্টান, গাইবান্ধার সাঁওতালরাও তাই। বেশিরভাগ বৌদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী (অবাঙালি) জনগোষ্ঠীর সদস্য। বাঙালি ও জাতিগত সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায় সারাদেশে বাস করে। তবে বরিশাল, গৌরনদী, বানিয়ারচর, মনিপুরি পাড়া, খ্রিস্টানপাড়া, গাজীপুর এবং খুলনায় এদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

সবচেয়ে বড় অ-নাগরিক জনগোষ্ঠী হলো রোহিঙ্গা যারা প্রায় সবাই মুসলমান। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর হিসাব মতে, দেশে প্রায় ৩৩,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছেন এবং এরা দেশের কক্সবাজার জেলায় দুটি সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করেন। সরকার ও ইউএনএইচসিআর-এর হিসাব মতে কক্সবাজার জেলায় বার্মা থেকে আসা আরো নয় লক্ষ থেকে দশ লক্ষ রোহিঙ্গা রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রায় ৫০০ হিন্দু রোহিঙ্গাও রয়েছেন। আগস্টে বার্মার রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা দেখা দেয়ার পর সাত লক্ষের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন।

অধ্যায় ২: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান

আইনি কাঠামো

সংবিধান অনুযায়ী, “প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম, তবে রাষ্ট্র হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে।” সংবিধানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে রাষ্ট্র কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান করবে না। এতে “আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে” যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকারও দেয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলে তাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না।

দণ্ডবিধির আওতায়, ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত বা অপদস্থ করে এমন “ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলক” মনোভাবপ্রসূত যে কোন বক্তব্য বা কর্ম যা অর্থদণ্ড বা দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো অপরাধ হিসেবে গণ্য। দণ্ডবিধিতে “ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি আঘাতে”র সংজ্ঞা না থাকলেও আদালতের ব্যাখ্যায় নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি অবমাননাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যপ্রণালী বিধিতে, কোন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বা অন্য কোন প্রকাশনায় “জনগণের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি বা ধর্মীয় অনুভূতিকে হেয় করে” এমন কোন ভাষা প্রকাশ করা হলে ওই সংবাদপত্রের সকল কপি জব্দ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। এই আইন অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কোন ঘোষিত ব্লাসফেমি আইন না থাকলেও অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের জন্য কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি আইনের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ব্যবহার করে।

ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়া সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ।

কোন একক উপাসনালয়ের জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। তবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী যদি বহুসংখ্যক উপাসনালয় নিয়ে কোন সমিতি গঠনের ইচ্ছা পোষণ করে এবং তারা যদি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশী সহায়তা গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি) থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে, বিদেশী সহায়তা গ্রহণ না করা হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হবে। আইনে বলা হয়েছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সকল বিদেশী তহবিলের প্রকল্পকে অনুমোদন দেবে ও পর্যবেক্ষণ করবে। আইন লঙ্ঘনের জন্য কোন এনজিওর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে গৃহীত বিদেশী অনুদানের তিনগুণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপ বা এনজিও বন্ধ করে দেয়ার বিধানও রয়েছে। সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের (তথা, সরকার) প্রতি “অবমাননাকর” মন্তব্যের জন্যও এনজিওগুলোর ওপর দণ্ড আরোপ করা হতে পারে। বিদেশী কর্মী থাকলে তাকে জাতীয়

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশের বিশেষ শাখা এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) থেকে অবশ্যই নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিতে হবে।

ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর মত নিবন্ধনের একই আবশ্যিক শর্ত ও প্রক্রিয়াতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে নিবন্ধন করতে হয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধনকালে প্রয়োজনীয় যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে যে নামে নিবন্ধন করা হচ্ছে একই নামে আর কোন সংগঠন না থাকার প্রত্যয়নপত্র; সংগঠনের বিধিবিধান/সংবিধান; দেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে নিরাপত্তা ছাড়পত্র; নির্বাহী কমিটি নিয়োগ সভার কার্যবিবরণী; নির্বাহী কমিটি ও সকল সাধারণ সদস্যের একটি তালিকা ও মুখ্য কর্মকর্তাদের ফটোগ্রাফ; একটি কর্ম পরিকল্পনা; সংগঠনের কার্যালয়ের চুক্তি বা লিজের একটি কপি এবং সংগঠনের সম্পত্তির একটি তালিকা; একটি বাজেট; এবং একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সুপারিশপত্র। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তে নিবন্ধনের আবশ্যিক শর্ত একই রকম।

বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ ও দত্তক গ্রহণ-সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের আলাদা বিধান রয়েছে। একই ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে এসব আইন বলবৎ করা হয়। মিশ্রবিশ্বাসী পরিবার, অপরাপর ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীদের জন্য আলাদা দেওয়ানি পারিবারিক আইন রয়েছে। উভয় পক্ষের ধর্ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আইন দ্বারা তাদের বিয়ের আচার ও প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। একজন মুসলিম সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন তবে তাকে আবার বিয়ে করার আগে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীদের কাছ থেকে অবশ্যই লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। একজন খ্রিস্টান শুধু একজন নারীকে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকতে পারে। হিন্দুদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদের কোন সুযোগ নেই, যদিও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিয়েবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে। হিন্দু আইন অনুযায়ী নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধীকারী হতে পারেন না। বৌদ্ধরা হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত। বিয়েবিচ্ছেদ হয়েছে এমন কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ আইনগতভাবে পুনরায় বিয়ে করতে পারেন না। অন্যান্য ধর্মের বিয়ে বিচ্ছেদ হওয়া পুরুষ ও নারী এবং যেকোন ধর্মের বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে অনুমোদিত এবং দেওয়ানি আইনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়। আইনগত স্বীকৃতির জন্য মুসলিম বিয়ে সরকারিভাবে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক, দম্পতি বা যে ধর্মগুরু বিয়ের কার্যাদি সম্পন্ন করছেন তিনি তা করবেন; তবে কিছু বিয়ে নিবন্ধন করা হয় না। হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিয়ে নিবন্ধন করা ঐচ্ছিক, অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ অনুসরণীয় নির্দেশিকা নিজেরাই স্থির করতে পারেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পেয়ে থাকেন, বাকি সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে এভাবে বন্টিত হয় যে প্রত্যেক মেয়ে সন্তান

ছেলে সন্তানের অর্ধেক অংশ পায়। বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের অধিকার কম। বিয়ে বিচ্ছেদে আদলতের অনুমোদন লাগে। আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষ তার সাবেক স্ত্রীকে তিন মাসের ভরণপোষণ দেবে, তবে এই সুরক্ষা সাধারণত নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; সংজ্ঞা অনুযায়ী অনিবন্ধিত বিয়ে নথিভুক্ত নয় এবং তা প্রমাণ করা কঠিন। আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, এমনকি নিবন্ধিত বিয়ের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের সবসময় বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করে না।

ভূমির মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল পারিবারিক বিরোধ ও অন্যান্য দেওয়ানি বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলিমসহ সকল নাগরিকের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সালিশের ব্যবস্থা করতে আইনজীবীদের বাছাই করা এবং এর ফলাফল আদালতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধর্মীয় অনুশীলন সম্পর্কিত বিষয়ের সমাধানে মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ফতোয়া জারি করতে পারেন, তবে স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা তা পারবেন না। ফতোয়া যেমন শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না, তেমনি তা বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষ আইনকে অতিক্রম করতে পারবে না।

সকল সরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং পাঠ্যক্রমের অংশ। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর এই বাধ্যবাধকতা নেই। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় পাঠ গ্রহণ করে থাকে, যদিও শিক্ষকরা সবসময় শিক্ষার্থীদের মতো একই ধর্মবিশ্বাসের হন না।

কারাবিধিতে কয়েদীদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উৎসবের দিনগুলোতে উন্নতমানের খাবার গ্রহণ বা ধর্মীয় কারণে উপবাসের অনুমতি রয়েছে। আইনে কয়েদীদের নিয়মিত ধর্মগুরুর কাছে যেতে পারা বা নিয়মিত ধর্মীয় আচার প্রতিপালনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি, তবে তাদের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। কারা কর্তৃপক্ষকে মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর দণ্ড কার্যকর করার পূর্বে তার বিশ্বাসের একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে তার কাছে হাজির করতে হয়।

২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যাবর্তন) আইন অনুযায়ী কেউ রাষ্ট্রের শত্রু ঘোষিত হলে সরকার তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই, মূলত ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিশেষ করে হিন্দুদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এটা ব্যবহার করেছে।

বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ।

সরকারি রীতি

সারসংক্ষেপ অনুচ্ছেদ: যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী ধর্মীয় চরমপন্থার সমালোচক একজন ব্লগারকে ২০১৫ সালে হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আল-কায়দার দ্বারা উদ্বুদ্ধ একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই সন্দেহভাজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, একজন সন্দেহভাজন অন্য চার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মীকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। সরকারের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নেতারা, প্রায়ই স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মিলে, অনুমিত "অনৈতিক কাজের" জন্য মানুষজনকে শাস্তি দিতে বিচারবহির্ভূত ফতোয়া ব্যবহার করে, এদের বেশিরভাগ শিকার হন নারীরা।

হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যারা অনেক সময় জাতিগত সংখ্যালঘুও বটে, জানান তাদেরকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও তাদের ভূমি দখল কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সংখ্যালঘুরা বলেছে যে এসব ঘটনায় প্রায়ই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ধীরে সাড়া দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা ভাষার পাঠ্যবইয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে, যেমন: অমুসলিম লেখকদের লেখা সরিয়ে ধর্মীয় নয় এমন বিষয়বস্তুতে ইসলামি বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ আদালতের প্রবেশ পথে স্থাপিত হাতে দাড়িপাল্লা ধরে থাকা চোখ বাঁধা এক নারীর ভাস্কর্য সরিয়ে স্বল্পদৃশ্যমান স্থানে নিয়ে যায়। সূত্র জানায়, 'মূর্তি' ইসলামি মূল্যবোধের বিরোধী এমন বিবৃতির কারণে আদালত ওই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আয়োজন স্থলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ছয় ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, অনলাইনের সক্রিয় কর্মী, লেখক ও প্রকাশকের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখনো অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। বছরের শেষ পর্যন্ত পুলিশ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি।

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলাম ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত "ইসলামকে হেয় করার দায়ে" নয় জনকে হত্যার কৃতিত্ব দাবি করেছে। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী এই সংগঠনটি আল-কায়দা দ্বারা উদ্বুদ্ধ আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)'র সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কযুক্ত। এপ্রিল মাসে হাইকোর্ট ওই নয়জনকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে দুই জনের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে। পুলিশ অন্য দুটি হত্যাকাণ্ডের জড়িত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, এ নিয়ে ছয়টি উন্মুক্ত তদন্ত অনিষ্পন্ন রয়েছে। নয় সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো

পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই ছয়টি বিচারাধীন মামলায় ৪৩ জন সন্দেহভাজনের মধ্যে পুলিশ মাত্র সাতজনকে আটক করতে পেরেছে।

গত ৬ নভেম্বর পুলিশ জানায় যে তারা আবু সিদ্দিক সোহেল নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে, যে ২০১৫ সালে ধর্মীয় চরমপন্থার সমালোচক নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎ রায়কে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। ২৩ নভেম্বর পুলিশ আরাফাত রহমান নামে আরেকজনকে গ্রেফতারের কথা জানায়, তাকেও রায় হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে খোঁজা হচ্ছিল। ঢাকা বই মেলা থেকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফেরার সময় বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক অভিজিত রায়কে চাপাতি দিয়ে ঘাতকরা হত্যা করে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয় যে, পুলিশ রায় হত্যাকাণ্ডে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের জড়িত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ করছে এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা রহমানকে সংগঠনটির সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে। রহমান আরো চার ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারকে হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে সংবাদপত্রের খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২০১৬ সালের নভেম্বরে আইন প্রয়োগকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তিন সাঁওতাল খ্রিস্টান হত্যার একটি নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ফেব্রুয়ারিতে গাইবান্ধা জেলার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পুরো পুলিশ বাহিনীকে প্রত্যাহার করে। ৭ অক্টোবর, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-এর সদস্যরা এই মামলায় অভিযুক্ত ৩৩ জনের মধ্যে একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং আরেকজনকে গ্রেফতার করে। আগে গ্রেফতার হওয়া বেশ কয়েকজনকে জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, বছরের শেষ নাগাদ পিবিআই এই ঘটনায় জড়িত বলে কথিত ক্ষমতাসীন দলের একজন সংসদ সদস্য ও একজন স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায় যে, সরকারের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নেতারা প্রায়ই স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে মিলে লোকজনকে, যাদের বেশিরভাগ নারী, তাদের অনুমিত "অনৈতিক কাজ" যেমন: ব্যভিচার এবং অন্যান্য অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য শাস্তি দিতে ফতোয়াকে ব্যবহার করেছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফতোয়া জারি করে শাস্তি দানের ১০টি ঘটনা নথিবদ্ধ করেছে, যার মধ্যে ছিলো সামাজিকভাবে একঘরে করা, বেত্রাঘাত এবং ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের মধ্যে জোরপূর্বক অন্তর্বর্তী বিয়ে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে কথিত অনৈতিক কাজের জন্য এক পুরুষ ও এক মহিলাকে বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদানের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানাতে হাইকোর্ট ফেব্রুয়ারি মাসে একটি স্থানীয় সরকার পরিষদকে নির্দেশ দেয়। বছরের শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নতুন আর কিছু জানা যায়নি।

সরকার বেশ কিছু ধর্মীয় সম্পর্কযুক্ত সংগঠনের নিবন্ধন অনুমোদন করেনি। সরকার কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে কয়েকটি ধর্মীয় সম্পর্কযুক্ত সংগঠনকে অনুমতি দেয়নি, যেমন: মুসলিম এইড।

হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য বেশ কিছু সম্পত্তি ও ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ অনিষ্পন্ন থাকার কথা এবং সরকার এবং অন্যদের দ্বারা বলপূর্বক উচ্ছেদের কথা জানায়। এই অভিযোগকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যদের অনেকে জাতিগত সংখ্যালঘুও বটে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংঘগুলো জানায়, নতুন সড়ক বা শিল্প উন্নয়ন জোনের কাছাকাছি এমন এলাকা যেখানে সম্প্রতি জমির দাম বেড়ে গেছে, সেখানে এ ধরনের বিরোধ সংঘটিত হয়। তারা আরো বলেছে, স্থানীয় পুলিশ, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা কখনো কখনো আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সম্পত্তি দখলে সহায়তা করে অথবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী সম্পত্তি আত্মসাতকারীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করে। অধিকার-সহ কিছু মানবাধিকার সংগঠন এসব বিরোধের অনেকগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ হিসেবে ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিকূল সরকারি নীতির পরিবর্তে বিচারিক ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির অভাবকে দায়ী করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অব্যাহতভাবে জানায়, সংখ্যালঘু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীরা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা ক্লাসে অংশ নিতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে, স্কুল কর্মকর্তারা সাধারণত ওই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলের সময়সূচির বাইরে স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক বা অন্যদের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা ক্লাস আয়োজনের অনুমতি দেন এবং কখনো কখনো ওইসব শিক্ষার্থীকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়।

স্থানীয় সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যম জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষার পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন এনেছে যার মধ্যে অমুসলিম লেখকদের রচিত কবিতা ও গল্প সরিয়ে ফেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বর্ণমালার পরিচিতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুর ছবি পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন: ওল (এক ধরনের কচু)-এর পরিবর্তে ওড়না। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষার বাইরেও ধর্মীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, স্কুলের বইয়ে এ ধরনের পরিবর্তন করতে হেফাজতে ইসলামের রাজনৈতিক প্রচারণা সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। সংবাদ মাধ্যমের খবরে আরো বলা হয়, হেফাজতে ইসলাম আগামী বছরগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থায় আরো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। মানবাধিকার কর্মী ও শিক্ষাবিদ রাশেদা কে

চৌধুরী বলেন, "ইসলামপন্থীদের ভোট পেতে সরকার তাদেরকে তুষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে।"

১১ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের প্রধান আল্লামা আহমদ শফির নেতৃত্বে ৩৫০ জনের মতো আলেমের সাথে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজার হাজার নিবন্ধনহীন কওমি মাদ্রাসা থেকে দেয়া ডিগ্রিকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। এসব একান্তভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া সর্বোচ্চ ডিগ্রি দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমর্যাদা দিয়ে সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, ফলে এসব শিক্ষার্থী সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে আগাম সমর্থন লাভের জন্য সরকার কওমি মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমের কিছু খবরে উল্লেখ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের ৬.৫৯ বিলিয়ন টাকা (৮০.৪ মিলিয়ন ডলার)'র বাজেট রয়েছে, এর মধ্যে বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ধর্মীয় সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য ৩.৩৩ বিলিয়ন টাকা (৪০.৬ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ রয়েছে। সরকার ধর্মমন্ত্রণালয় পরিচালিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ৩.২৭ বিলিয়ন টাকা (৩৯.৯ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ দিয়েছে, যা মোট উন্নয়ন তহবিলের ৯৮.১০ শতাংশ। মোট উন্নয়ন বরাদ্দের মধ্যে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ৫৪.৮ মিলিয়ন টাকা (৬৬৮,০০০ ডলার) বা ১.৬৪ শতাংশ এবং বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ২.৬ মিলিয়ন টাকা (৩১,৭০০ ডলার) বা ০.২৬ শতাংশ লাভ করেছে। সারা দেশে হিন্দু মন্দিরগুলোর উন্নয়নের জন্য অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় যে দুই বিলিয়ন টাকা (২৪.৪ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছিলেন সরকার তা থেকে কোন অর্থ ছাড় করেনি। ২০১৭-১৮ সালের বাজেট থেকে খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট কোন উন্নয়ন তহবিল পায়নি, তারা তাদের অফিস পরিচালনার জন্য ২.১ মিলিয়ন টাকা (২৫,৬০০ ডলার) পেয়েছে।

২৯ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় একটি হিন্দু দুর্গা মন্দির ভাংচুর ও লুটপাটের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ছয় ব্যক্তিকে আটক করে। ৩১ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়, মন্দিরের জমি দখলের উদ্দেশ্যে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ভাগিনা তাদের এলাকার লোকজনকে মন্দির ভাংচুর করার জন্য উষ্কে দেয় বলে মন্দির কমিটির সভাপতি অভিযোগ করেছেন।

২৬ মে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশপথে স্থাপিত "লেডি জাস্টিস" নামক ভাস্কর্য সরিয়ে নেয়। চোখবাঁধা নারীর ভাস্কর্যের এক হাতে দাঁড়িপাল্লা ও আরেক হাতে তরবারি রয়েছে। এই "মূর্তি" ইসলামি মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ঈদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে বলে কিছু মুসলিম ধর্মীয় নেতার দাবি মেনে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বাহ্যত ওই সিদ্ধান্ত নেয়। আদালত চত্বর থেকে ভাস্কর্য সরিয়ে নিতে ধর্মগুরুদের দাবির

প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমর্থন ব্যক্ত করার প্রায় দুই সপ্তাহ পর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ মূর্তিটি সরিয়ে নেয়। এই উদ্যোগের পর মূর্তি পুনঃস্থাপনের দাবিতে পাল্টা প্রতিবাদ হয়। ২৮ মে, কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্ট আঙ্গিনার একটি কম দৃশ্যমান জায়গায় মূর্তিটি পুনঃস্থাপন করে।

সরকার সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এমন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আয়োজন স্থল যেমন: হিন্দুদের উৎসব দুর্গাপূজা, ক্রিসমাস, ইস্টার, বৌদ্ধদের উৎসব বৌদ্ধপূর্ণিমায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, বার্মার রাখাইন রাজ্যে মূলত মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও বেসামরিক জনগণের হামলার সম্ভাব্য প্রতিশোধের আশংকায় সরকার চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তবে কোন হামলা হয়নি।

বেশিরভাগ মসজিদ রাষ্ট্র থেকে আলাদা হলেও এগুলোর ইমামদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বজায় রাখে এবং সারাদেশে ইমামদের দেয়া খুতবার বিষয়বস্তুর কিছু দিকের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা বলেন সকল মসজিদে ইমামগণ সরকারি নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন খুতবা সাধারণত পরিহার করেন।

সরকার ভারতের টেলিভিশন-ভিত্তিক ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েককের পিস টিভি বাংলা সম্প্রচার বন্ধ অব্যাহত রেখেছে, এটি চরমপন্থী মতবাদের বিস্তার ঘটায় বলে উল্লেখ করা হয় এবং তার প্রচারিত শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে 'পিস স্কুল'গুলো বন্ধ করে দেয়। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো জানায়, পিস টিভি বাংলা বন্ধ করতে গিয়ে সরকার বাড়াবাড়ি কাজ করেছে, সরকার ওই চ্যানেলের উপযুক্ত করে স্থানীয়ভাবে তৈরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি দিতে পারতো, এমন কি কর্মকর্তারা জাকির নায়েকের অনুষ্ঠান সেন্সর করা প্রয়োজন মনে করলেও।

হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন মিডিয়া বা ব্লগে নেতিবাচক কিছু লেখা হচ্ছে কিনা তা খুঁজে বের করতে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া মনিটরিং সেলের কাজ অব্যাহত ছিলো।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানায়, অক্টোবর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন আইনে দায়ের করা ২০০,০০০ সম্পত্তি প্রত্যর্পন মামলার ৩ শতাংশের মতো নিস্পত্তি করেছে এবং দেশের স্বাধীনতার পূর্বে প্রধানত হিন্দুদের কাছ থেকে দখল করা ভূমির ক্ষুদ্র একটি অংশ ফিরিয়ে দিয়েছে। ঐক্য পরিষদ আরো জানায়, সংশ্লিষ্ট

আইনের বলে আটক করা ভারতে চলে যাওয়া হিন্দুদের জমি ফিরিয়ে দেয়ায় ধীর গতির জন্য বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনাররা ও আইন মন্ত্রণালয় দায়ি ছিলো। সরকার জমি ফিরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন আইন সংশোধন করেনি।

প্রেসিডন্ট আব্দুল হামিদ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টানদের প্রতিটি প্রধান ছুটির দিন স্মরণে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রেখেছেন।

৩০ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য কর্মকর্তারা পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন, যিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে এক সাক্ষাতকালে রাখাইন রাজ্য থেকে আসা শরণার্থীদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করেন এবং "এই করুণ সংকট নিরসনে নিস্পত্তিমূলক ব্যবস্থা" গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি ছিলেন গত ৩১ বছরের মধ্যে দেশটি সফরকারী প্রথম পোপ। বিভিন্ন বিশ্বাসের ধর্মীয় নেতারা বলেন তারা পোপের সফরে উৎসাহিত হয়েছেন এবং এটা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও আন্তঃবিশ্বাস সহযোগিতার নিদর্শন।

অধ্যায় ৩: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সমাজের অবস্থা

ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে প্রভাবিত করে এমন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অব্যাহত ছিলো যার ফলে মৃত্যু, জখম ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কখনো কখনো জমি নিয়ে বিরোধ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়কে সামঞ্জস্যহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যরা জানান যে তারা কর্মসংস্থান ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কারণ ধর্ম ও জাতিভুক্তিতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, বহু ঘটনা এককভাবে ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন ছিলো।

২ জুন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলায় বাঙালিরা চাকমাদের প্রায় ৩০০ ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, যাদের বেশিরভাগ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনের স্থানীয় নেতা নুর ইসলামকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালানো হয় বলে খবর প্রকাশিত হয়। ইসলামের মৃত্যুর জন্য বাঙালিরা স্থানীয় চাকমাদের দায়ী করেছে। আগুনে ৭০ বছরের এক চাকমা বৃদ্ধা মারা যায়। পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্ত চাকমারা উভয়েই অগ্নিসংযোগের দায়ে কিছু বাঙালির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এবং পুলিশ ২৮ সন্দেহভাজনকে আটক করে, যাদেরকে পরে আদালত জামিনে মুক্তি দেয়। চাকমা সম্প্রদায়ের নেতারা বলেন যে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অগ্নিসংযোগ ঘটনার মূলহোতাকে সরকার গ্রেফতার করেনি।

২০১৬ সালের মতো, নিজেদেরকে আইএসআইএস বা আল-কায়দা ইন দি ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট (একিউআইএস)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবি করা চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর

দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে বড় কোন ঘটনা ঘটেনি।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি জানিয়েছে, ১০ মার্চ পাবনার একটি গির্জায় ধারালো অস্ত্রধারী হামলাকারীরা হামলা চালিয়ে এক নিরাপত্তা রক্ষীকে শারীরিকভাবে জখম করেছে। আইনপ্রয়োগকারীরা তিনজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে এবং বছরের শেষ পর্যন্ত এই মামলা অনিস্পন্ন ছিলো।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি আরো জানায় যে, ২ অক্টোবর আততীয়রা ঢাকার সেন্ট মেরি ক্যাথেড্রালের জাজক শিশির নাতালি গ্রেগরিকে অপহরণ করে তার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দাবি করেছে। গ্রেগরি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং টঙ্গীর স্থানীয় বাসিন্দারা তার অপহরণকারীদের একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। অপহরণটি ধর্মীয় উদ্দেশ্য থেকে করা হয়েছিলো কিনা তা স্পষ্ট নয়।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানায়, আলোচ্য বছরে হিন্দু বা তাদের সম্পত্তির উপর হামলার ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত ও ৬৭ জন আহত হয়েছে, ২০১৬ সালে এমন ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৬৭ জন আহত হয়েছে। হামলাকারীরা আলোচ্য বছরে ১৬৬টি মূর্তি, আশ্রম বা মন্দির ধ্বংস করেছে, ২০১৬ সালে যার সংখ্যা ছিলো ১৯৭টি। ২০১৬ সালের ১৯২টি বাড়ি ও দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আলোচ্য বছরে ২৬টি বাড়ি ও তিনটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে। এসব ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্য প্রায়ই অস্পষ্ট ছিলো।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সংবাদপত্র থেকে সংখ্যালঘু অধিকার লঙ্ঘনের ৯৫৯টি ঘটনার খবর সংগ্রহ করেছে। এগুলোর মধ্যে হত্যা, হত্যাপ্রচেষ্টা, হত্যার হুমকি, আঘাত, বাড়িঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও উপসনাস্থলে হামলা, ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনা রয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ জানায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো জমি দখল, চুরি বা চাঁদাবাজী।

সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ২২ জনকে হত্যা, যাদের বেশিরভাগ ছিলো অমুসলিম, মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত অভিযোগ দাখিল করেনি। হামলাকারীরা অমুসলিমদের আলাদা করে চাপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে। বছরের শেষ নাগাদ, পুলিশ তদন্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি এবং কয়েকজন হামলাকারী তখনো পলাতক ছিলো।

২১ সেপ্টেম্বর, দিনাজপুরে হিন্দু পূজারীরা একটি মন্দিরে দেবতার মূর্তি ভাংচুর করা অবস্থায় দেখতে পায়। জেলায় ২৬ আগস্ট থেকে এটা ছিলো এ ধরনের তৃতীয় ঘটনা। বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশন জানায়, ৬ সেপ্টেম্বর মুসলিম অধিবাসীরা মাটিরাঙ্গা

উপজেলার পূর্ব খাদাচা আদর্শ বৌদ্ধ মঠের মোহান্তের উপর হামলা চালিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় মোহান্তকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১২ সেপ্টেম্বর যশোরে মুসলমানরা চট্টগ্রামের বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানমিত্র ভিক্ষুকে ভারত থেকে ফেরার পথে লাঞ্ছিত করে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা তৌফিক আহমেদ সুজন হামলাকারীদের নেতৃত্ব দেন বলে খবরে জানা যায়।

২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার চুনতি গৌতম বিহারের বৌদ্ধভিক্ষু অগরালঙ্কারের উপর এক মুসলমান হামলা করে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশন জানায় ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ামাত্র পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

নভেম্বরে রংপুরে প্রায় ২০,০০০ উশৃঙ্খল জনতা স্থানীয় হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০টি বেসরকারি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করেছে। নবী মুহাম্মদকে (স.) হেয় করে একটি ফেসবুক পোস্টের জের ধরে এই সহিংসতা দেখা দেয়। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে এই ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত ও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছে।

বার্মা থেকে, মূলত মুসলমান রোহিঙ্গাদের ব্যাপকহারে আগমনের ফলে বৌদ্ধ জনগণের মধ্যে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়, তারা স্থানীয় মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিহিংসার আশংকা করে। হুমকির আশংকার মুখে সেপ্টেম্বরে বৌদ্ধ সংগঠনগুলো বাংলাদেশ ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ফোরাম গঠন করে। ৮ সেপ্টেম্বর এই ফোরাম ঢাকায় একটি মানববন্ধনের আয়োজন করে, তারা ১০ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে এবং ঢাকায় বার্মা দূতাবাসে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়, তাতে বার্মা সরকারের প্রতি রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা বন্ধ এবং "বৌদ্ধ ধর্মের শান্তিপূর্ণ পথে" সমস্যাগুলো সমাধানের আহ্বান জানায়। ফোরাম ঘোষণা করে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতারা আসন্ন দুটি ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের খরচ কমিয়ে সেই তহবিল বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেবে। একইভাবে, হিন্দু নেতারা সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি অক্টোবরে উদযাপিত দূর্গা পূজা-সংশ্লিষ্ট খরচ কমিয়ে ওই অর্থ রোহিঙ্গাদের কল্যাণে প্রদান করার আহ্বান জানান। সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, মুসলিম ধর্মগুরুদের একটি দল রোহিঙ্গা হিন্দুদের কাছে গিয়েছেন, এরাও রাখাইন থেকে কক্সবাজারে পালিয়ে এসেছে।

বছরের শেষ পর্যন্ত, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ২০১৬ সালের অক্টোবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা ঘটনার তদন্ত শেষ করতে পারেনি। হামলাকারীরা ১০০ জনের বেশি মানুষকে আহত এবং ৫২টি হিন্দু বাড়ি ও ১৫টি মন্দির ভাংচুর করে। মক্কার কাবা ঘরের ছবির উপর হিন্দু দেবতাকে বসিয়ে এক হিন্দু অধিবাসীর ফেসবুকে পোস্ট দিলে তার জের ধরে ওই হামলা চালানো হয়। জাতীয়

মানবাধিকার কমিশন জানায় ওই এলাকা থেকে হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে তাদের জমিজমা দখলের উদ্দেশ্যে ওই হামলা সাজানো হয়। হামলায় জড়িত সন্দেহে আটক ১০৪ ব্যক্তির মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাইকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

এনজিওগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলত জমির মালিকানা নিয়ে মুসলিম বাঙালি বসতিস্থাপনকারী এবং আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সদস্য, প্রধানত বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে অব্যাহতভাবে উত্তেজনা চলার কথা জানায়। ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বিদ্যমান একটি আইন সংশোধনের মাধ্যমে সরকার অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়েছে, যা আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সাথে সংগতি প্রদান করে।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি জানায়, ২৪ মে ঢাকার কাছে মিতন গ্রামে মুসলিম রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারীরা স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে একটি খ্রিস্টান পরিবারের জমি দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। বিনিয়োগকারীরা খ্রিস্টান পরিবারটির উপর উপর্যুপরি হামলা চালায় এবং পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে শারীরিকভাবে আহত করে।

অধ্যায় ৪: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি ও সংশ্লিষ্টতা

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্বের উপর জোর দিতে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর দফতর, ধর্মমন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা ধর্ম, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহিংস চরমপন্থার মধ্যকার সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা নীতিতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানানোর গুরুত্ব এবং চরমপন্থী হামলা থেকে এ ধরনের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন।

আলোচ্য বছরে বার্মা থেকে দেশটিতে প্রবেশ করা প্রায় সাত লক্ষ রোহিঙ্গার সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তার বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য দূতাবাস কর্মকর্তারা সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছেন। রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্য কর্মকর্তারা কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির ও অস্থায়ী বসতিগুলো পরিদর্শন করে সরাসরি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন।

কম্যুনিটি পুলিশিং প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দূতাবাস ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করেছে।

ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে সরকারের আয়োজিত ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে দূতাবাস কর্মকর্তারা যোগ দিয়েছেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায় পবিত্র কঠিন চিবর দান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রদূতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মানে পূজা উৎসব ও দিওয়ালি উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর দেশটিতে পোপ ফ্রান্সিসের সফরের সময় সরকারের আয়োজিত একটি আন্তধর্মীয় ও সার্বজনীন শান্তি সমাবেশেও রাষ্ট্রদূত যোগ দিয়েছেন। এসব অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস কর্মকর্তারা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও বৈচিত্রের প্রতি সম্মানের উপর জোর দিয়েছেন।

দূতাবাস ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। দূতাবাস কর্মকর্তারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, এপস্টলিক নানসিও, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ফেডারেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি, বাইতুর রউফ জামে মসজিদ, আগা খানের ইমামত দিবস, কক্সবাজার মডেল মহিলা কামিল মাদ্রাসা, ও সীমা বিহার মন্দিরসহ বিস্তৃত পরিসরে ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত করেছেন। এসব বৈঠকে দূতাবাস এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা ও বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিরা দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থা নিয়ে আলোচনা, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

দূতাবাস কর্মকর্তারা ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ ব্যাপক পরিসরে মানবাধিকার উদ্বেগগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য ১১টি বিদেশী মিশনের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত করেছেন। দূতাবাস দেশটিতে ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রতি সুশীল সমাজের শ্রদ্ধা উৎসাহিত করতে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় শিক্ষার উপর একটি বিনিময় কর্মসূচিতে বেশ কয়েকজন মাদ্রাসা প্রতিনিধি ও কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। বহু সংস্কৃতির সমাজে ধর্ম ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভূমিকা অনুসন্ধান করা ছিলো এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য।